নদীয়া জেলায় আরও ১০টি স্কুলে ক্রেতা সুরক্ষা ক্লাব গড়া হবে

বিএনএ, কৃষ্ণনগর: বাছাই করা স্কুলে ক্রেতা সুরক্ষা ক্লাব আরও বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। প্রতিটি জেলাতেই ক্লাব বাড়ানোর নির্দেশিকা এসেছে। নদীয়া জেলায় ২০ থেকে বাড়িয়ে ৩০টি স্কুলে ক্রেতা সুরক্ষা ক্লাব করা হবে বলে জেলার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন। ওই ক্লাবগুলিকে এককালীন আর্থিক সাহায্যও করা হয় রাজ্য সরকারের তরফে।

যে কোনও জিনিস ক্রয়ের পর যাতে ক্রেতারা না ঠকেন বা অসাধু ব্যবসায়ীদের দ্বারা প্রতারিত না হন, তার জন্য ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর রয়েছে। কোনও প্রতারিত ক্রেতা প্রতারক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে পারেন। সালিশির মাধ্যমে প্রতারিত উপভোক্তা প্রতিকার পেতে পারেন। আবার ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে মামলাতেও যেতে পারেন। জেলা ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর বছর ভর প্রচার চালান ক্রেতা সুরক্ষা আইন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে। পথ নাটিকা, লোকগান, শিবির ইত্যাদির মাধ্যমে সচেতনতা চলে। স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ওই সচেতনতা চালাতে ক্রেতা সুরক্ষা ক্লাব গঠন করা হয়েছে বাছাই করা কয়েকটি স্কুলে। নদীয়া জেলায় ২০টি উচ্চ বিদ্যালয়ে ওই ক্লাব রয়েছে। প্রতিটি ক্লাবের মাথায় একজন করে শিক্ষক রয়েছেন। আর ক্লাবে থাকে ৬০জন সদস্য। অর্থাৎ ৬০ জন ছাত্র ছাত্রী। প্রতি বছর জেলার সবকটি ক্লাবের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে বাংলা ও ইংরেজি রচনা, পোষ্টার অলংকরণ, স্লোগান লিখন, ক্যুইজ সহ একাধিক বিভাগে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। জেলাতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী ছাত্র ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। জেলায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী ছাত্র ছাত্রীরা রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। সম্প্রতি নদীয়া জেলায় ওই প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও নানান কর্মসূচি রয়েছে ক্রেতা সুরক্ষা ক্লাবগুলির।

স্কুলের এই ক্লাবগুলিকে সচল রাখার জন্য ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর থেকে আর্থিক সাহায্য করা হয়। ২০১৩ সালে প্রতি ক্লাবকে ২০ হাজার করে টাকা দেওয়া হয়েছিল। একটি ক্লাব গঠনের পর তিনবার আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। তারপর ক্লাবগুলি স্বনির্ভর হয়ে ওঠে। সদস্যদের চাঁদার মাধ্যমে সচল থাকে ক্লাবগুলি। ধুবুলিয়া দেশবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্রেতা সুরক্ষা ক্লাবের মাথায় রয়েছেন শিক্ষক কৌনিশ বিশ্বাস। তিনি বলেন, ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে আমরা পদযাত্রা করি প্রায়শই। পথনাটিকা করা হয়। উপভোক্তাদের সচেতন করতে লিফলেট বিলি চলে। আমাদের স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা এই ক্লাবে সক্রিয়ভাবে রয়েছে।

জেলা ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে জেলায় ২০টি স্কুলে ক্রেতা সুরক্ষা ক্লাব রয়েছে। আরও ১০টি বাড়ানোর নির্দেশিকা সম্প্রতি এসেছে। অর্থাৎ ৩০টি ক্লাব হবে জেলায়। জেলা ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর সুমন্ত ঘোষ বলেন, স্কুলের ক্লাবগুলির মাধ্যমে আমরা অনেক কর্মসূচিই করে থাকি। কর্মসূচিতে ছাত্র ছাত্রীরা অংশ নেয়। এতে একদিকে ছাত্র ছাত্রীরা যেমন উপভোক্তা বিষয়ক আইন জানতে পারছে, পাশাপাশি ওরা এলাকার মানুষকে সচেতন করছে। জেলায় আরও ১০টি স্কুলে ক্লাব বাড়ানোর নির্দেশিকা এসেছে।

পৃষ্ঠা - ৯

বর্তমান ২৭ শে অক্টোবর ২০১৬

Office of the Dist. Information & Cultural Officer, Nadia

leave at 7.30 am, it will return Delhi travel," he said. PTI

SEEKING EXCLUSIVE RIGHTS

Krishnagar seeks GI tag for Sarpuria & Sarbhaja

Halim Mondal
letters@hindustantimes.com

KRISHNAGAR (NADIA): The 'Rosogolla' war is on between Odisha and West Bengal.

And now, the people of Krishnagar are staking claim to the Sarpuria and Sarbhaja.

Ashim Saha, chairman of Krishnagar Municipality, said, "We are going to stake claim to the Sarpuria and Sarbhaja very soon. The old records related to it are available with us. First, we have to search them. Only then can we claim these as our own."

"We also we want to apply for geographical indication (GI) for these delicacies," Saha added. A GI tag is like a brand name granted to a product because of its geographical uniqueness.

History says that the journey started with Sri Adhar Chandra Das, who prepared two new varieties of sweets – Sarpuria and Sarbhaja.

Initially, he did not have any shop. He used to sell them by himself by traveling different places in Krishnagar. These delicious sweets soon became popular. Then he established the shop at Nediarpara in Krishnagar in 1902.

After that, Sri Jagabandhu Das (1921-1985), elder son of Adhar Chandra Das, continued the tradition.

Sri Jagabandhu Das left this to his son Sri Goutam Das. The same tradition of making Sarpuria and Sarbhaja is going on even today.

However, other sweet shop owners of Krishnagar started to adopt the tradition of making Sarpuria and Sarbhaja.

Now if you ever visit any sweet shop in Krishnagar, you'll find Sarpuria and Sarbhaja there. People from all over Bengal come here to savour the mouthwatering sweets throughout the year. Krishnagar is renowned for Jagadhatri Puja. A number of people come here at that time to enjoy the festival and taste these mouthwatering sweets.

Even Prime Minister Narendra Modi praised these two sweets when he came to Krishnagar before the West Bengal Assembly election.

He then said, "If you come to Krishnagar, you forget Sarbhaja and Sarpuria. Can this ever happen?"

Even Uttam Kumar also appreciated the Sarpuria and Sarbhaja. A film of his was shot at the shop of Adhar Chandra Das Mistanno Bhandar long time ago.

The shop is presently run by the third generation of Das's family. The sweets sell for Rs 480 per kg.

Satish Chandra Majumder, a sinior citizen of Krishnagar, said, "Yes, we must claim its origin. Only Krishnagar people can claim that.

Krishnagar is famous for Sarpuria and Sarbhaja. We are proud of our culture and tradition of making Sarpuria and Sarbhaja.

A SWEET JOURNEY

- History says that the journey started with Sri Adhar Chandra Das, who prepared two new varieties of sweets – Sarpuria and Sarbhaja
- Initially, he did not have any shop. He used to sell them by himself by traveling different places in Krishnagar. These delicious sweets soon became popular. Then he established the shop at Nediarpara in Krishnagar in 1902
- After that, Sri Jagabandhu Das (1921-1985), elder son of Adhar Chandra Das, continued the tradition
- Sri Jagabandhu Das left this to his son Sri Goutam Das. The same tradition of making Sarpuria and Sarbhaja is going on even today

The Sarbhaja

Page · 2

Hindustan Times 17th October 2016

Office of the Dist. Information & Cultural Officer, Nadia